যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী। মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী।।
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী। আহ্মাক ছাড়িআঁ কা (২০২/১) হ্ন গেলা কতী।। ২
সংপুন শশধর বদনে। কমললোচন পাপ বিমোচনে।।
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী। রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী।। ৩
কি না বিধি লিখিত কপালে। মোরে দয়া না করে বালগোপালে।।
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, প্রভু জগন্নাথ আমাকে যত কথা বলিলেন, আমি মন্দভাগিনী তাঁহার কোনো কথাই শুনিলাম না। এখন ওগো বড়াই, আমি মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, সেই কারণেই এত দুঃখ পাইলাম।। ১।। এখন আমি কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁহাকে বলো যে রাধা তাঁহার মিলন প্রার্থনা করে।। ধ্রু।। বলিও, কৃষ্ণ যখন আমার সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন তখন আমি বালিকা ছিলাম। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় গেলেন।। ২।। পূর্ণচন্দ্রের মত যাঁহার মুখ, পদ্মের মত লোচনযুগল, পাপবিমোচন সেই কৃষ্ণ আমাকে অতিশয় দুঃখ দিয়া কোনো যুবতীর সঙ্গে কেলি করিতেছেন।। ৩।। হায় অদৃষ্টে কি লিখিত আছে? বালগোপাল আমাকে দয়া করিলেন না, কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ আরতী।

৩৭১. কহূরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

সংপ্রহৃষ্টোঽদ্য গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধন্তস্য জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাং।।

❑ গোবিন্দ প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত প্রমোদ বিহার করিয়াছেন। হে বড়াই, কিভাবে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিতে যাওয়া যায় তাহা বলো।।

আজি, সপন বড়ায়ি দেখিল এ আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গান।। ১
কি হরি হরি গোবিন্দ এ আল প্রাণ নৈল বাঁশির নাদে।। ধ্রু
নানা আভরণগণে শোভক ও নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ ভাবি ভাবি তাহার নেহা।। ২
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ (২১০/২) থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ নিফলে পোহাইল রাতী।। ৩
সে নারীর সফল জীবন এ জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি নন্দনন্দন আসিয়া বাহুপাশে বাঁধিয়া আমাকে নিবিড় আলিঙ্গান

দিলেন।। ১।। হে হরি, হে গোবিন্দ, বাঁশির শব্দে আমার প্রাণ লইল।। ধ্রু।। নীল জলদের ন্যায় তাঁহার দেহ নানা আভরণে শোভিত। হায়, সেই কৃষ্ণের প্রীতির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিরহ বেদনায় কাতর হইয়াছি।। ২।। নানা ফুলে শয্যা রচনা করিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে শুইয়াছিলাম। এমন সময় জাগিয়া উঠিলাম। হায়, বৃথাই রাত্রি কাটিয়া গেল।। ৩।। তিনি আলিঙ্গন দিয়া যাহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই রমণীরই জীবন সার্থক।। ৪।।

৩৭২. মালবরাগঃ।। প্রকীণ্ণকং।। চিত্রকঃ।। লগনী।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর। বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।। ১
হেনা বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর। তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর।। ২
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহি কিছু বুধী। হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী। ৩
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন। তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন।। ৪
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন। তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন।। ৫
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব (২০২/১) তোকে দেব চক্রপাণী।। ৬
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী। একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী।। ৭
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী। মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী।। ৮
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে। অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে।। ৯
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ১০

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** নাতিনী রাধা আমার কথা শোনো। আজ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গেলেন।। ১।। আমার মনে হয় তিনি বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার খোঁজ করি। বনে ভয়ের কিছু নাই।। ২।। রাধার উক্তি ঃ মুগ্ধা, বড়াই, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। হাতে পাইয়াও গুণনিধি কৃষ্ণকে কেন ছাড়িয়া দিলে।। ৩।। চলো, চলো, তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে অবশ্যই নন্দনন্দনের দেখা পাইব।। ৪।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথায় বড়াই বৃন্দাবনে গিয়া সেখানে রাধিকাকে এই কথা বলিল।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ রাধা, কৃষ্ণের সন্ধানে তুমি নিজে অগ্রসর হইয়া যাও। তবেই দেবচক্রপাণিকে তুমি দেখতে পাইবে।। ৬।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া রাধা হৃষ্টমনে একাকীই বৃন্দাবনে গেলেন।। ৭।। গিয়া দেখিলেন বনমালী গোষ্ঠরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া মদনকাতরা রাধা মূর্ছিতা হইলেন।। ৮।। তখনই বড়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া মুখে জল দিয়া রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল।। ৯।। চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া রাধা বলিতে লাগিলেন।। ১০।।

৩৭৩. বিভাষরাগঃ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।। রূপকম্বা।।

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী।। ১
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমরুতী।। ২

আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে।। ৩
বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে (২০২/২) ব গদাধরে।। ৪
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ।। ৫
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আক্ষার।। ৬
না শুণিলোঁ তোর বোল আঁ[২] জাইতেঁ পানী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী।। ৭
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গান দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ।। ৮
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৯

❑ কৃষ্ণের প্রতি রাধা। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া রাধা প্রতিটি ঘটনার জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আলিঙ্গান প্রার্থনা করিতেছেন।

---

১ 'তোক' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্র ঃ লআঁ। ❑ ৩ 'আই' তোলাপাঠে।

৩৭৪. ললিতরাগঃ ।। রূপকং।।

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে। আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।।
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার। তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার।। ১
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ সুখ। চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ।। ধ্রু
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই (২০৩/১) হনের[৩] বাণী।
কো ণ লাজেঁ ভজ এঁবে দেব চক্রপাণী।।
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ। ভার বহায়িআঁ ভাঙায়িলেঁ দেবরাজ।। ২
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী। ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী।।
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন। না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন।। ৩
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন। এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন।।
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘরকে গমন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** হে গোপকন্যা, দধি বিক্রয় করিবার জন্য যখন প্রতিদিন যাইতে তখন আকুল অনুনয় করিয়াছি। আজ তাহা কেন ভুলিলে? তোমাকে যমুনা পার করিয়া দিলাম, তোমার দধিভার নিজে বহন করিলাম, তবু তোমার মন তুষ্ট করিতে পারিলাম না।। ১।। যৌবনের অহংকারে আমাকে যে দুঃখ দিয়াছ, হে রাধা, সে জন্য আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না।। ধ্রু।। তুমি আইহনের রাণী, বড়লোকের স্ত্রী। তুমি দেবচক্রপাণিকে ভজনা করিতে আসিয়াছে কোন্ লজ্জায়? রাধা, তোমার কাজের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। আমি দেবরাজ, আমাকে তুমি ভার বহাইয়া বঞ্চনা করিয়াছ।। ২।। আমার প্রতি মন না দিয়া, যাও গৃহে গিয়া নিজের স্বামী আইহনের সেবা করো। আমাকে এত অনুনয় করিতেছ কেন? এখন বৃন্দাবন চলিলাম, আর গণ্ডগোল করিও না।। ৩।। তোমার যৌবনকে এখন আমি তুচ্ছজ্ঞান করি। তোমার প্রতি এখন আমার অনুরাগ নাই—এই সত্য কহিলাম। ইহা জানিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও।। ৪।।

---

৩ 'আই' তোলাপাঠে।

৩৭৫. বিভাষকহূরাগঃ ।। একতালী।।

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী। ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী।।
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী। কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী।। ১
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন। জায়িতেঁ নে মোর আপন ভুব (২০৩/২) ন।। ধ্রু
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ। বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন।।
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ। এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ।। ২
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল। হে[১] ভাবি আইলোঁ মোএঁ কদমের তল।।
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে। তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে।। ৩
মোর রূপ[২] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে। দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে।।
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে। আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে।। ৪
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে। আহ্মার সকল দোষ খণ্ডহ বিদূরে।।
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৫

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, হে বনমালী, ত্রিভুবন তোমার অধিকারে, ত্রিভুবনের তুমি প্রভু। নরসিংহরূপে তুমি হিরণ্যকসিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলে। কংস নিধনের উদ্দেশ্যে তুমি গোকুলে অবতরণ করিয়াছ।।। ১।। হে শ্রীহরি, হে গোবিন্দ, হে মধুসূদন, আমাকে স্বস্থানে লইয়া চলো।। ধ্রু।। আমার সহিত বিবিধ কেলি করিয়া আমার প্রাণ হরণ করিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমার সন্ধানে আমার বক্ষের পাঞ্জর বিদীর্ণ হইল। হে হৃষীকেশ এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম।। ২।। তোমা ভিন্ন আমার রূপযৌবন নিষ্ফল জানিয়া আমি কদম্বের তলে আসিয়াছি। তোমার জন্য সারা রাত্রি এখানে কাটাইলাম।। ৩।। একদিন তুমিই আমার রূপযৌবনে মোহিত হইয়া দূতীর হাতে কর্পূর তাম্বুল পাঠাইয়াছিলে। তখন আমার বুদ্ধি ছিল অপরিণত, তাই দূতীকে মারিয়াছি। এখন বিরহ অনলে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে।। ৪।। আমি তোমায় করযোড়ে বলিতেছি, প্রভু আমার সকল দোষ মার্জনা করো। আমাকে তোমার পার্শ্বে বসিতে অনুমতি দাও।। ৫।।

---

১ অ। প্রঃ হেন। ❑ ২ 'রূপ' তোলাপাঠে।

৩৭৬. ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

নিকট না আইস লোক বুলিব অবো (২০৪/১) ল।
দূর থাকি বোল রাধা সূণ মোর বোল।।
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার। সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।। ১
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ। পরনারী হরণ না করোঁ মো।। ধু
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কূলে। আহ্মে ত ভাগিনা তোর[১] দেবসমতুলে।।
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্কে[২] কেলি। মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী।। ২
দূতা মিঞাঁ পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী। তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী।।
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন।। ৩
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর। মায় জশোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর।।
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** নিকটে আসিও না, লোকে কুকথা বলিবে। আমার কথা শোনো, দূরে থাকিয়া যাহা বলিবার আছে বলো। এতদিনে বুঝিলাম কলিকাল আসিয়াছে। সকল লোক ছাড়িয়া নারী অবৈধরূপে ভাগিনাকে কামনা করো।। ১।। রাধা, এ তোমার কি অন্যায় কথা? আমি কখনও পরনারী হরণ করি না।। ধু।। সদ্‌বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, আমি তোমার ভাগিনেয় দেবসমতুল্য। তোমার সহিত আমার মিলন সমুচিত নহে। সুতরাং আমার সঙ্গে রঙ্গরস করিও না।। ২।। যখন দূতীর হাতে গলার গজমোতি উপহার পাঠাইয়াছিলাম তখন ত বলিয়াছিলে তুমি শিশুকাল হইতে সতী। এখন এত মনোবেদনা কেন? যাও, তোমার এই নবযৌবন পুঁটলি বাঁধিয়া রাখো।। ৩।। আমার পিতা নন্দ ঘোষ, মামা হইলেন বীর আইহন। মাতা যশোদা স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছেন। সেইজন্য আমার মামী, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি ।। ৪।।

---

১ 'র' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্র ঃ সমে।

৩৭৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ (২০৪/২) র বন। আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন।।
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত। নাগর জনের হেন .....[৩] উচীত।। ১
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে। নিদয়হৃদয় কর[৪] দয়া কর মোর।। ধু
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী। এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী।।
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী। আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী।। ২
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন। একবার কর দেব আহ্মার সমান।।
তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[৫]
কর রতী অনুমতী পয় বনমালী।। ৩

নিফল না কর রাধা[৬] কাহ্ন আহ্মার যৌবন। যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ।।
আলিঙ্গান দিএঁা রাখ আহ্মার জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪।।

❑ **রাধার উক্তি ঃ** মধুকর গুণ বুঝিয়া বন পরিহার করো। যে বনে কমল বিকশিত হইয়াছে সেই বনে আইস। আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কেন? ইহা নাগরজনের পক্ষে উচিত নয়।। ১।। তোমাকে দেখিয়া আমি মদনানলে দগ্ধ হইতেছি। নিষ্ঠুর কানাই আমাকে দয়া করো।। ধ্রু।। হে কৃষ্ম, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাহারো প্রতি আমার আকর্ষণ নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। সত্য কিনা দূতীকে জিজ্ঞাসা করো। বড় আশা করিয়া খোঁপায় ফুল দিয়া তোমার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছি।। ২।। হে কৃষ্ম, একবার কায়মনে প্রসন্ন হইয়া আমার মনে রাখো। আমি তোমার অযোগ্য নহি। হে বনমালী, হে প্রিয়তম, একবার আমার আলিঙ্গান-প্রার্থনা পূরণ করো।। ৩।। আমার যৌবন ব্যর্থ করিও না। যে যাচক তাহাকে তুষ্ট করো। আলিঙ্গান দান করিয়া আমাকে বাঁচাও।। ৪।।

---

৩ ছাড়। প্রঃ না হএ। ❑ ৪ অ। প্র ঃ কাহ্ন। ❑ ৫ অ। প্রঃ তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী। ❑ ৬ রাধা শব্দটি অতিরিক্ত বসিয়া গিয়াছে।

৩৭৮. মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

অহোনিশি যোগ ধেআই। মন পবন গগনে রহাই।
মূল কম (২০৫/১) লে কয়িলে মধুপান। এবেঁ পাইএঁা আহ্মে ব্রহ্মগেআন।। ১
দূর আনসুর সুন্দরি রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাএঁী ।। ধ্রু
ইহা[১] পিঙ্গালা সুসমনা সন্ধী। মন পবন তাত কৈল বন্দী।।
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট। ২
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ। তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন।।
এবে দেহে মোর নাহি বিকার। আসার দেখীলো সব সংসার।। ৩
রাধাক বুলিলোঁ[২] নিঠুর বাণী। নাগরবর দেব চক্রপাণী।
ধেআনে থাকিল নিচলমনে। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **কৃষ্মের উক্তি ঃ** মন পবনকে গগনে স্থাপন করিয়া দিবারাত্র আমি যোগসাধন করি। এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মূলকমলে মধুপান করিয়াছি।। ১।। সুন্দরী রাধিকা দূরে থাকো, আমাকে কামনা করিও না।। ধ্রু।। ইড়া পিঙ্গালা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে মন-পবনকে বন্দী করিয়াছি। দশম দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এখন আমি যোগমার্গে আরোহণ করিয়াছি।। ২।। আমি জ্ঞানবানের সাহায্যে মদনবাণকে ছিন্ন করিয়াছি। তাই তোমার যৌবন দেখিয়া আর ভুলি না। আর আমার দেহে কোনো বিকার নাই। সমস্ত সংসারকে অসার বুঝিয়াছি।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ দেবচক্রপাণি নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ম রাধাকে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া নিশ্চল মনে ধ্যানমগ্ন হইলেন।। ৪।।

---

১ অ। প্র ঃ ইড়া। ❑ ২ অ। প্র ঃ বুলিল।

৩৭৯. বঙ্গালবরাড়ী[১] ।। রূপকং।।

চিরাদমধুরাং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং।।

❑ জগতের মনোরমা শ্রীরাধিকা মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই অমধুর বাক্য অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন। অনন্তর করুণামিশ্রিত এই বাক্য বলিলেন।।

.....

আতি দুখিনী বালী ল। আল লবলীদলকোঅলী ল।
আল মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল। আল চরণে ধরোঁ[২] তোরে ল।
আল তিরিবধপাপ নাহি (২০৫/২) ক ডর তোহ্মারে ল।। ১
কাহ্ন কিকে কর আসম্মতী ল।
আল মাথ তুলিএঞাঁ দেখব আহ্মার গতী ল।। ধ্রু
যাবত আছে পরাণে ল। তাবত দেহ বচনে[৩]
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল।
যবে দরশন ভৈল। তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ।। ২
কাহ্ন তোহ্মার নেহাত লাগি ল। সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোএঞঁ ত বড় আভাগী[৪]।
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল। আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ।। ৩
দেখী মোর দেহগতী ল। নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল।।
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল। জীএঞাঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[৫] বসলীবরে ল।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, আমি অতি দুঃখিনী বালিকা, বনমল্লিকা দলের মত কোমল আমি। তাহাতে মদনজ্বালায় প্রাণ কাতর। আমি তোমার চরণ ধরিয়া বলি আমাকে বিরহজ্বালায় আর জ্বালাইও না। স্ত্রীবধ পাপের ভয়ও কি তোমার নাই ।। ১।। ওগো, মাথা তুলিয়া আমার দশা দেখো। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ।। ধ্রু ।। দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সম্মতি দাও। নহিলে তোমার ধ্যানেই আমার প্রাণ বাহির হইবে। যখন দেখা হইল তখনই কেন ত্যাগ করিলে না? এখন তুমি আমাকে অতিশয় দুঃখিনী করিলে ।। ২।। হে কৃষ্ণ, তোমার প্রেম লাভের আশায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। অভাগিনী আমি তবু তোমাকে পাইলাম না। গতজন্মের পুণ্যফলে এতক্ষণে তোমার দেখা পাইয়াছি। দামোদর

আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।। ৩ ।। আমার দেহের অবস্থা দেখিয়াও তুমি নিষ্ঠুর হইয়া রহিলে, তুমি স্ত্রী না পুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখনও আমাকে দয়া করো। তোমার আলিঙ্গন পাইয়া প্রাণে বাঁচি ।। ৪ ।।

১অ। প্রঃ বঙ্গালবরাড়ীরাগঃ। ❑ ২ 'র' কাটিয়া তোলাপাঠে 'রো'। ❑ ৩ ছাড়। প্রঃ বচনে ল। ❑ ৪ ছাড়। প্রঃ আভাগী ল। ❑ ৫ 'গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস' বাক্যটি লিপিকরের অনবধানতাবশত দুই বার বসিয়া গিয়াছে।

৩৮০. ভৈরবীরাগ ।। রূপকং ।। যতির্ব্বা ।।

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম (২০৬/১) আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা। ১
রাধা ল। আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী ইল[১] মোরে। ধু
উত্তম কুলত মোর চরম ভৈল ল আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... [২] আহ্মে দেখ ত্রিভুবনে সারে ।। ২
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারি ধরণী পাতিল সব পাপ করম নেবারী ।। ৩
এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল সব গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ বাস, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিএঞাঁ বাসলীচরণে ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** আমি রঘুবংশপ্রধান, আমার নাম শ্রীরাম। আমার কথা তুমি শোনো. পুত্র এবং বান্ধবাদিসহ লঙ্কার রাবণ যখন দুর্বার হইয়া উঠিল তখন আমিই তাহার দশ মাথা ছেদন করিয়াছি ।। ১ ।। রাধা, তোমা হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিলাম। পিতা আমার বসুদেব, মাতা দৈবকী ।। ধু ।। উত্তম কুলে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পরদার গ্রহণ করি না। ত্রিভুবনে আমি প্রধান ।। ২ ।। আমি হরি, আমিই নারায়ণ, মুকুন্দমুরারী আমারই নাম। আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর নিধন করিয়া ধরণীকে সকল পাপ কর্ম হইতে মুক্ত করিয়াছি ।। ৩ ।। লজ্জাহীনা রাধিকা, এখনো আমার আশা পরিত্যাগ করো, এখনো সকল গোপী ইহা জানে না। তুমি নিজবাসে ফিরিয়া যাও ।। ৪ ।।

১অ। প্রঃ হইল। ❑ ২ ছাড়।

৩৮১. শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আরে কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ।। ল
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিএঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হএঞাঁ তোহাঁক সেবিএঞাঁ ।। ল ।। ১
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িএঞাঁ।

বড় দুখ পাইলোঁ (২০৬/২) তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ।। ল ।। ধ্রু
পরাণে না মার মোরে[৩] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে।।
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ।। ২
হেন মনে পরিভাব জগত ইশর। আহ্মাক পরাণে মাইলে কী লাভ তোহ্মার।।
আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী। তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী।। ৩
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে। সকতি না ভৈল তোর নেহার[৪] কারণে।।
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বহু তপস্যার ফলে বিধাতার কাছে তোমাকে পাইয়াছি। কেন আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি যদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া থাকো তাহা হইলে আমিও যোগিনী হইয়া আমার সেবিকা হইয়া থাকিব ।। ১ ।। আর তোমাকে ছাড়িয়া ঘরে যাইব না। তোমার বিরহে দগ্ধ হইয়া বড় দুঃখ পাইয়াছি।। ধ্রু ।। হে প্রভু, হে গদাধর, আমাকে প্রাণে মারিও না। তোমার কি স্ত্রীবধের ভয় নাই? কি স্বপ্নে কি জাগরণে সারাক্ষণ মনে মনে তোমার চিন্তা করিয়াছি। হে কৃষ্ম, তোমা হইতে তাহার এই ভাল ফল পাইলাম। ।। ২ ।। হে জগদীশ্বর, এই কথাটি মনে করিয়া দেখো ত, আমাকে প্রাণে মারিলে তোমার লাভ কি? আমি অনাথ রমণী, তোমার অনুগত, তোমার ভক্ত, তথাপি, হে মুরারী, আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছ।।৩ ।। আমার প্রতি প্রেমবশত এতকাল এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ত্যাগ করিতে পার নাই। এখন কোন্ লজ্জায় আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে ।। ৪ ।।

---

১ 'জবে' তোলাপাঠে ❑ ২ 'আর' তোলাপাঠে। ❑ ৩ 'মোরে' তোলাপাঠে। ❑ ৪ 'হ'র 'া'-কার ও 'র' তোলাপাঠে।

৩৮২. ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে।।
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ তোহ্মা তেজিলো জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ।। ১
না কর জতন সুন্দরী রাধা আহ্মাত না (২০৭/১) পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ।। ধ্রু
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে তোক না কৈলোঁ[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে কেহ্নে চাহসি আহ্মারে[২] ।।
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরল বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এরে যাউর[৩] যৌবন সুণ আয়িহনের রাণী ।। ২

আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী সুণ মুগধী পামরী ।।
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
.. .. [৪] যুগতি করিঞাঁ তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ।। ৩
তেজ সঙ্গ মোর[৫] নাহি মোতে রঙ্গ আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাঁখারে।।
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** তোমার প্রথম যৌবনে তোমার জন্য কাতর হইয়া অন্ন গ্রহণ করি নাই। তোমার উপরে রাগ করিয়া দূতীর কথায় তোমাকে পঞ্চশর হানিয়াছি। এখন মনকে নিবৃত্ত করিয়া তোমাকে সযত্নে পরিহার করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছি। এখন হে গোপকন্যা, আমাকে লাভ করিবার জন্য বৃথাই অনুনয় করিতেছ।। ১।। আমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিও না। আমিই সত্য আমিই ত্রেতা আমিই দ্বাপর আমিই কলি। নিরঞ্জনকায় বুদ্ধও এই আমি।। ধ্রু।। অহোরাত্র যমুনাতীরে অবস্থান করিয়াছি, তখন আমাকে গ্রাহ্য করো নাই। এখন মদনশরাহত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছ কেন? আমি যখন হাসিয়া কথা বলিয়াছি তখন একটি সরস কথা বলো নাই। হে আইহন ঘরণী, এখন তোমার যৌবন ছারখার হউক।। ২।। আমি কশ্যপ ঋষির পুত্র, তুমি সাগর দুহিতা। যৌবনের অহংকারে হে মুগ্ধা পামরী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। তোমারই জন্য সকল দৈত্যকে আমি নিধন করিয়াছি। সকল দেবতা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আমার জন্য তোমাকে সমর্পণ করিলেন।। ৩।। এখন আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার সহাচর্যে এখন আমার আনন্দ নাই। গোকুলে আমার দ্বারা ভার বহাইয়া আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছ। এখন আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মোকে কৈলে। ❑ ২ অ। প্রঃ আহ্মারে চাহসি কেহ্নে। ❑ ৩ অ। প্রঃ যাউক। ❑ ৪ আনুমানিক ছয়টি অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে। বসন্তরঞ্জন 'সব দেবেঁ মেলি' বসাইয়াছেন। ❑ ৫ অ। প্রঃ তেজ মোর সঙ্গ।

৩৮৩. কহুরাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।।

আহে কাহ্নাঞিঁ।

আছিলোঁ (২০৭/২) মোঁ শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গারতী এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী এবেঁ কৃষ্ণ১ করহ আদেশ।। ১
আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।। ২
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ ঊতপতী তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে নিঠুর বোলহ কী কারণে।। ৩

সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী সুণ পাপ পুণ্যের ঊত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ পাপেঁ হএ নরকের ফল।। ৪
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে তোহ্মে দেব কংশের আরী।
গোপীর বালেন্দু হরি আহ্মে বিরহিণী নারী তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী।। ৫
তোরে বো (২০৮/১) লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল তোহ্মে মোর সোদর মাঊলানী।। ৬
না বোল মোরে[২] নিরাস একবার নেহ পাশ তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৭

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ম, আমি নিতান্তই শিশু ছিলাম। রঙ্গারতি জানিতাম না। এখন দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখন তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি। তোমা ছাড়া আর আমার গতি নাই। হে কৃষ্ম, আমার প্রতি অনুকূল হও।। ১।। কৃষ্মের উক্তি ঃ রাধা, বসুদেব আমার পিতা, গোকুলে আমার বাস, গোপগণ আমাকে ভালরূপে জানে। তাহারা শুনিলে লজ্জা পাইবে। তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার নিকটে তুমি বৃথাই আসিয়াছ।। ২।। রাধার উক্তি ঃ স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা নিতান্তই তুচ্ছ। নানা দোষে তাহার উৎপত্তি। তাহার প্রতি কী কেহ দীর্ঘকাল কোপ পোষণ করে? তোমার বিরহদুঃখে আমার প্রাণ ব্যাকুল, আমাকে কেন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ।। ৩।। কৃষ্মের উক্তি ঃ ওগো সুন্দরী সতী, তোমার মতি আমি বুঝিয়াছি। এখন পাপ-পুণ্যের কথা বলি শোনো। পুণ্য করিলে স্বর্গে গিয়া নানা সুখ উপভোগ করে। পাপের ফলে নরকে যাইতে হয়।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ তুমি দেবকীর পুত্র, তুমি বাসুদেব, হে প্রভু, তুমি কংসের অরি। গোপীগণের নিকট নবোদিত চন্দ্রের মতো প্রিয়। তোমা ভিন্ন আমি প্রাণে বাঁচি না।। ৫।। কৃষ্মের উক্তি ঃ শোনো চন্দ্রাবলী, তোমাকে বলি। আমি দেববনমালী। আমার নিকট পাপকথা বলিও না। যশোদা আমার মাতা, আইহন আমার মামা। তুমি আমার নিকট সম্পর্কের মাতুলানী।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ আমাকে এমন নৈরাশ্যকর কথা বলিও না। তুমি আমার পতি, একবার তোমার পার্শ্বে আমায় গ্রহণ করো। বহুজন্মের পুণ্যফলে তোমার চরণভজনা করিতে পাইলাম।। ৭।।

---

১ প্রথম 'সরস' ছিল, পরে কাটিয়া তোলাপাঠে 'কৃষ্ম'। ❑ ২ 'মোরে' তোলাপাঠে।

৩৮৪. শ্রীরাগঃ ।। রূপকং।।

দূতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার। লাজে পিঠ দিআঁ মো বলিলোঁ দধিভার।।
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল। রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল।। ১
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে। যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ। ল।। ধ্রু
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ। হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ।।
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর। তভোঁ মোর বচনে (২০৮/২) না দিলেঁ ঊত্তর।। ২
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী। তবেঁ বোলাইলে সতী আইহনের রাণী।।
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী। তোহ্মে রতীএঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী।। ৩

নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর। জুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর।।
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ণ পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—তখন আনকূল্য করো নাই ; এখন জানিও তোমার প্রতি আমার আর অনুরাগ নাই।।

---

১ 'রাধা' তোলাপাঠে।

.....

৩৮৫. রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ। আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ।।
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে। তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে।। ১
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী। সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী।। ধু
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী। রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী।।
তোহ্মাতে লাগি (২০৯/১) আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ।। ২
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ। অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ।।
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৩

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, কোন্ অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। হে ভুবনেশ্বর, একবার বিচার করিয়া দেখো। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। হে দেবরাজ, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।। ১।। বিনা দোষে কেহ রমণীকে ত্যাগ করে না। হে চক্রপাণি, সীতার জন্য রাম দুঃখ পাইলেন (বিনা দোষে সীতাকে ত্যাগের কারণে।)।। ধু ।। কী স্বপ্নে কী জাগরণে একেলা কদমতলায় বসিয়া দিবারাত্র মনে মনে তোমারই চিন্তা করি। তোমার জন্য যদি আমার প্রাণ যায় তবে জানিও স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।। ২।। মদনানলে আমি বিকল হইয়াছি। ক্রোধ বিসর্জন দিয়া আমার অবস্থা দেখো। একবার চলো, তোমায় আমায় বৃন্দাবনে যাই।। ৩।।

---

৩৮৬. ধানুষীরাগঃ।। ক্রীড়া।।

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ মন জাএ তোহ্মারে।। ল।।১
আল। চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে।। ধু
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে।। ২
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ তোর সুরতির আশে।

বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ দেখি লেক উপহাসে।। ৩
এ (২০৯/২) তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ম। পূর্বে যে কৃষ্মকে রাধা নানা স্থলে বঞ্চনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ম বলিতেছেন—এখন চিন্তা করিয়া তোমা হইতে আমার মন নিবৃত্ত করিয়াছি।

.....

৩৮৭. ললিতরাগঃ ।। কুড়ুক্ক।।

সরস বসন্ত কালে কোকিলের কোলাহলে এ নআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে।।
এবেঁ তোহ্মার বিরহে মোর আকুল দেহে আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে।। ১
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী।। ধু
আছিলোঁ মো শিশুমতী না বুঝিলোঁ সুরতী
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী।।
এবেঁ মো ভরযুবতী তোহ্মা ছাড়ি নাহিঁ গতী এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী।। ২
সাগর সঙ্গাম জলে তেজিবোঁ মো কলেবরে এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে।।
এহা জাণী গদাধর একবার দয়া কর নহে তি (২১০/১) রী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে।। ৩
যত কৈলোঁ সংযম করিলোঁ ব্রত নিয়ম নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম।।
এহি শপথ করোঁ কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** সরস বসন্তকাল আসিয়াছে, কোকিলের কূজন শুনিতেছি হে কৃষ্ম, (কেমন করিয়া রক্ষা করি) আমার এ নবযৌবন। তোমার বিরহে ব্যাকুল। আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।। ১।। আমি তোমার মাতুলানী নই। তোমার আমার প্রেম দেবতাসমাজে সকলেই ভাল করিয়া জানে।। ধু।। তখন শিশুমতি ছিলাম বলিয়া রতিকলা বুঝিতাম না। তাই তোমার বাক্যে সম্মতি দিই নাই। এখন আমি পূর্ণযৌবনা, তোমা ছাড়া অন্য গতি নাই। ইহা বুঝিয়া আমার প্রতি অনুকূল হও।। ২।। (নহিলে) সাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিব অথবা এইখানেই বিষ খাইয়া মরিব। ইহা জানিয়া একবার আমার প্রতি দয়া করো। অন্যথা তুমি স্ত্রীবধের পাপে লিপ্ত হইবে।। ৩।। যত সংযম করিয়াছি, যত ব্রতনিয়ম পালন করিয়াছি, আমার সে সকল ধর্মানুষ্ঠান সবই বিফল হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আর কখনো তোমাকে বঞ্চনা করিব না।। ৪।।

.....

৩৮৮. দেশবরাড়ীরাগঃ ।। লঘুশেখর।।

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী। তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী।।
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী। পরিহরি আপণার আইহন পতী।। ১

এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো। এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো।। ধু
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী। পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী।।
আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভাব। পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার।। ২
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী। পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী।।
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ। তোক (২১০/২) দেখি আরবার মন না জাএ। ৩
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন। আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন।।
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** হে চন্দ্রাবলী, আমি যখন তোমাকে অনুনয় করিলাম তখন তুমি আমার পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিয়া গালি দিলে। এখন নিজের স্বামী আইহনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গ কামনা করিতেছ কেন।। ১।। এখন হে রাধা, মায়ামোহ বিস্তার করিতেছ কেন? নন্দপুত্র আর ইহাতে ভুলিতেছে না।। ধু।। সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে এই বিধান করিয়াছেন যে পাপ করিলে কোনো কর্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। অসুর নিধন করিয়া আমি পৃথিবীর ভার খণ্ডন করিব। পাপ করিলে তাহা সম্ভব হইবে না।। ২।। হে আইহনমহিষী, আমাকে লাভ করিবার জন্য আর প্রয়াস করিও না। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া দেহ নির্মল করিয়াছি আর তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে না।। ৩।। দিবারাত্র আমি যোগসাধনায় মগ্ন। তোমার মোহে আর আমার মন মুগ্ধ হইবে না। হে গোপকন্যা, এই বুঝিয়া আমার আশা পরিত্যাগ করো।। ৪।।

৩৮৯. শ্রীরাগঃ ।। যতি।।

মৈনাক[১] মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ। আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নঞিঁ আপণ হৃদএ।।
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার। তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ কাজ[২]।। ১
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন। তাহার উচিত ফল দিলেক মদন।। ধু
কাহ্ন তোর নেহে আপনাক বড় মানোঁ। তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ।।
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে।। ২
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে। যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে।।
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী (২১১/১)। তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী।। ৩
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার। তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার।।
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** যে মরিয়াই আছে তাহাকে মারিলে কী লাভ হইবে, হে কৃষ্ণ, তাহা আপন মনেই একবার চিন্তা করিয়া দেখো। তুমি তিন ভুবনের অধিকারী, সামান্য গোপনারী—সে তোমার কাছে নিতান্তই নগণ্য।। ১।। দুর্বুদ্ধিবশত তোমার কথা শুনি নাই এখন মদনের হাতে তাহার উচিত ফল পাইলাম।। ধু।। হে কৃষ্ণ, তোমারই প্রেমের গৌরবে আমি গর্বিতা, সেই তুমিই যে আমার প্রতি রুষ্ট হইবে আমি জানিতাম না।। ২।। হে কৃষ্ণ, তোমার চরণে শরণ লইলাম,

আমার যে গতি করিতে চাও এখনই তাহা করো। আমি সকল তাপ সহিতে পারি, কেবল তোমার বিরহজ্বালা সহিতে পারি না।। ৩।। একবার হে জগন্নাথ, ইহার প্রতিকার করো, তোমার প্রসাদে বিরহদুঃখ দূর হউক, অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে আশ্বাস দাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মৈলাক ❑ ২ অ। প্রঃ ছার।

৩৯০. দেশাগরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে। শুণী মোরে মনমথ মারে।।
তিরী বধ ভয় না মানসি। কেহ্নে মিছা মাঊলানী ঘোসসি।। নাএ।। ১
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে।। নাএ।। ধু
দুখ দিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ। তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ।।
জিআঅ আড় নয়নে চাহী। বিরহের জালাএ মরে রাহী।। ২
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে। তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে।।
এহা জাণী দয়া ধর মণে। আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে।। ৩
তোমা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী। তভোঁ কেহ্নে (২১১/২) দয়া না করসী।।
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ভ্রমরের গুঞ্জন কোকিলের কুহুধ্বনি মদনের বাণরূপে আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। হে কৃষ্ম, কেন অকারণে মাতুলানী সম্বোধন করিতেছ? তোমার কী স্ত্রীবধের ভয় নাই।। ১।। হে কৃষ্ম, নিষ্ঠুর হইও না। কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হইতেছ না।। ধু।। হে আমার দুঃখদাতা, মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতেছি তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। হে জগন্নাথ, তোমার বিরহজ্বালায় রাধার জীবন যায়। তুমি আড়নয়নে তাকাইয়া আমাকে বাঁচাও।। ২।। আমার যৌবন তিলমাত্র ক্ষয় পায় নাই, কিন্তু তোমাকে না পাইয়া আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। এই বুঝিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে লইয়া কুঞ্জবনে চলো। ৩। তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া দিবারাত্র চোখের জল ফেলিতেছি। তবু কেন তুমি দয়া করিতেছ না? হে শ্রীনিবাস, মিনতি করিয়া বলিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না।। ৪।।

৩৯১. ধানুষীরাগঃ।। ক্রীড়া।।

রাধা ল। মথুরা জাইতেঁ যমুনা পথে দধির পসার লআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ গেলাহা মোক দুখ দিআঁ।। ১
আল। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয় তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া।। ধু
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে দূতার হাথত দিআঁ।
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ বাম চরণে টালিআঁ।। ২

যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে তেঁসি জীবন তাহারে।। ৩
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞঁ নিরব হয়িলা গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ম। তাম্বুল খণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ম রাধার পূর্ববর্তী আচরণের জন্য অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন—এই অবস্থায় যখন বড়াই তোমার কাছে যাইতে বলিবে কেবল তখনই তোমার নিকট যাইব।

৩৯২. কোড়া (২১২/১) রাগঃ ।। ক্রীড়া।।

কৃষ্মস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ

❑ কৃষ্মের বচন শুনিয়া রাধা বড়াইর নিকট গিয়া যাহাতে নিজের প্রাণ রক্ষা পায় এমন কথা বলিলেন।।

.....

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী।। আল।। ১
মোরে কি না ভয়িএঁা গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোত্র।। ধু
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িএঁা চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে।। ২
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিএঁা পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আমি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে।। ৩
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো (২১২/২) র প্রাণ যাএ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** রাত্রি অন্ধকার। প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে নাই সে রমণী কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করে।। ১।। হে বড়াই, আমার এ কি হইল? আমি যে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া নন্দনন্দনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।। ধ্রু।। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলাম কৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছি। জাগিয়া দেখিলাম সে বালগোপাল নাই। আমার এ যৌবন ব্যর্থ হইল। এখন অনলই আমার একমাত্র আশ্রয়।। ২।। হায়, আমি যে ডালেই আশ্রয় করি তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি এমন আশ্রয় আমার নাই। কৃষ্ণকে যদি একবার আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গান করি। একবার পাইলে আর জীবনে তাঁহাকে ছাড়িব না।। ৩।। এই লও অমূল্য রত্ন উপহার লও। দূতী, আমার কথা শোনো, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই দেখো আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। একবার শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দাও।। ৪।।

---

৩৯৩. গুজ্জরীরাগঃ।। যতিঃ।।

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে। তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে।।
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে। বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে।। ১
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী। কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী।। ধ্রু
এড় ঘর যাএঁঞ মোএঁঞ শকতি না কর। কথাঁ গিএঁঞ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর।।
মোএঁঞ ভালেঁ জান[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন। এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান।। ২
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান। নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।।
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে। ৩

রাধার প্রতি বড়াই। তাম্বুলখণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বড়াই রাধাকে অভিযোগ করিয়া বলিতেছে—কৃষ্ণ হয়ত এখন নানা রঙ্গে অন্য রমণীর পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন।

---

১ 'ক' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্রঃ জাণোঁ

৩৯৪. রামকিরীরাগঃ[৩] যতিঃ।

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে। বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের (২১৩/১) তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে।।
তোহ্মে যাত্রা করো শুভক্ষণে বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে।। ১
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেঊ দরশনে।। ল ।। ধ্রু
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী। পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী।।

মোঞঁ সে দগধকপালী নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী।। ২
মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী। পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যাশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী।।
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী। চান্দ সুরুজ দুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী।। ৩
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে। কোকিল কৈল পালি গানে।
আ (২১৩/২) গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।।
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে। শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ বড়াইর প্রতি রাধা। পূর্বে কৃষ্ণকে নির্বুদ্ধিতাবশত বঞ্চনা করিবার ঘটনাদি উল্লেখ করিয়া রাধা বলিতেছেন—এখন আমি লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণ লইলাম।

———————————

৩। অ। প্রঃ রামগিরীরাগঃ।

.....

৩৯৫. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী ।।

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী। পাছু না গুণিলী আছিদরী।।
বড় রোষ তার মনে জাগে। এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে।। ১
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী। মোঞঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী।। ধ্রু
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে। মোক পাঠায়িল বারে বারে।।
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে। তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে।। ২
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে। ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে।।
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে। তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে।। ৩
তোহ্মে মোর পরাণ নাতিনী। তোর দুখ না সহে পরাণী।।
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে। গাই (২১৪/১) ল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি বড়াই। বুদ্ধিহীনা রাধা অহংকার বশে একদিন শ্রীহরিকে তুষ্ট করেন নাই, কৃষ্ণ বড় রুষ্ট হইয়াছেন এই কারণে। এখন কৃষ্ণকে কোথায় পাওয়া যাইবে।

.....

৩৯৬. পাহাড়ীআরাগঃ।। প্রকীণ্ণক।। লগনী।। দণ্ডকঃ।। ক্রীড়া।।

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখিগণমুবাচেদং মাধবংপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া।।

❑ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া মদনশরে জর্জরিতা রাধিকা মাধবকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সখীগণকে বলিলেন।।

.....

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ আপণেঞিঁ কর শুধী।। ল বড়ায়ি।। ১
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন তবেঁ পাইব চক্রপাণী।। ল রাধা।। ২
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী আসিআঁ দিল দরশনে।। ল রাধা ।। ৩
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে।। ল মুণী।। ৪
কি মোর জীবন যৌবন নারদ কি মোর এ ধন বাসে।
(২১৪/২) কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।। ৫
রাধার বচন শুণী মাহামুনী বাসলী[১] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে।। ৬
নারদ বুইল কদমতল চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে।। ৭
নারদের বোল বেদ সমতুল মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী।। ৮
কৃষ্মের বদন দূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে।। ৯
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারো বচন বড়ায়ি না চলে মোর চরণে।। ১০
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী বোল হরষিত মণে।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ (২১৫/১) উপেখিআঁ করিবোঁ তাক যতনে।। ১১
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপণে।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ নিদুখ কাহ্নচরণে।। ১২
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল গিআঁ কাহ্নের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১৩

❑ **রাধার উক্তি ঃ** (তখন রাধা বড়াইকে বলিলেন) আমাকে তাঁহার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? কৃষ্ম আমার হৃদয়চন্দন। হে বড়াই, তুমি নিজেই তাঁহার সন্ধান করো।। ১।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথা শুনিয়া বড়াই মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল। বড়াইর উক্তি ঃ তুমি আমি দুইজন মিলিয়া বৃন্দাবনে খোঁজ করি চলো, তাহা হইলে হয়ত চক্রপাণিকে পাওয়া যাইবে। ।। ২।। কবির বিবৃতি ঃ দুইজনে মিলিয়া কৃষ্মের খোঁজ করিয়াও তাঁহার দেখা পাইলেন না, তখন তাঁহারা রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ মুনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।। ৩।। নারদের চরণে প্রণাম করিয়া রাধা বলিলেন ঃ হে মুনিবর, কঠিনহৃদয় নন্দনন্দন জগন্নাথ কোথায় অবস্থান করিতেছেন আমাকে বলো।। ৪।। হে নারদ, আমার জীবন যৌবন, আমার ধনরত্ন, আমার বেশবাস সবই নিষ্ফল। তাঁহাকে না পাইলে আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব।। ৫।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথা শুনিয়া মুনিবর ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানযোগে জানিলেন, নাগর কৃষ্ম কদম্বতলে আছেন।। ৬।। তখন নারদ বলিলেন ঃ বৃন্দাবনে কদম্বতলে পুষ্পশয্যায় দেবরাজ বসিয়া আছেন। সেখানে গেলে তাঁহাকে পাইবে।। ৭।। কবির বিবৃতি ঃ নারদের বচন বেদতুল্য, এই মনে করিয়া চন্দ্রাবলী কৃষ্ম-সন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে অকস্মাৎ বৃন্দাবনে বনমালীর দেখা পাইলেন।। ৮।। দূর হইতে কৃষ্ম মুখ দেখিয়া রাধা সংজ্ঞা হারাইলেন। তখন বড়াই রাধার মুখে ভৃঙ্গারের জল দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।। ৯।। চৈতন্য লাভ করিয়া রাধা বড়াইয়ের পায়ে ধরিয়া বলিলেন ঃ আমার মুখে কথা সরিতেছে না, আমার দুই চরণ চরৎশক্তিরহিত ।। ১০।। বড়াইর উক্তি ঃ প্রাণের নাতিনী তুমি। প্রসন্ন মনে বলো, এ বার কী করিতে হইবে। তোমার জন্য প্রাণ দিয়াও আমি তাহা করিব।। ১১।। রাধার উক্তি ঃ আমার প্রতি যখন তোমার এতই দয়া তখন হে বড়াই তুমি একবার নিজেই যাও, গিয়া সদানন্দ সেই কৃষ্মচরণে এই দুঃখিনীর দুঃখকথা ভাল করিয়া নিবেদন করো।। ১২।। কবির বিবৃতি ঃ এই কথা শুনিয়া বড়াই কৃষ্ম সন্নিধানে সব কথা বলিল।। ১৩।।

---

১ অ। প্রঃ বসিলা।

৩৯৭. দেশাগরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।।
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে।। ১
আল তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।। ধ্রু
কুসুমশর হুতাশে। তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে।।
ক্ষেপে সজল নয়নে। দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন (২১৫/২) লিনে।। ২
দেখি পল্লব শয়নে। আঙ্গাররাশি সমানে।

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।।
বাম করতে বদনে। দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে।। ৩
খনে হাসে খনে রোষে। খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে।।
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে। নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** স্তনবিনিহিত হারখানির ভারও রাধার পক্ষে দুর্বহ, মনে হইতেছে। কাতরহৃদয়া রাধা চলিতে পারিতেছে না। সরসচন্দন পঙ্ক পায়ে মাখিতে তাহার বড় শঙ্কা, আর চন্দ্রকিরণ ত তাহার নিকট অগ্নির সমান অসহ্য।। ১।। তোমার বিরহের আগুনে রাধা দগ্ধ হইয়া আছে, তোমার দর্শন পাইলে তবে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।। ধ্রু।। মদনের পুষ্পশরের জ্বালায় জর্জরিত রাধা একপাশে বসিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে এবং সজল নয়নে ক্ষণে ক্ষণে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে। হায় নীলপদ্ম দুইটি যেন বৃন্তচ্যুত হইয়াছে।। ২।। কিশলয় শয্যা তাহার কাছে অগ্নিরাশির সমান, তাহা দেখিয়া সে ভয়ে দুই চক্ষু বন্ধ করে। বাম হাতে মুখ রাখিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রাধা একমনে তোমার কথাই চিন্তা করে ।। ৩।। সে কখনো হাসিতেছে কখনো কাঁদিতেছে কখনো বা উল্লসিত হইতেছে। মদনশরাতুরা হতভাগিনী তোমার কাছে হাঁটিয়া আসিবে সে শক্তিটুকুও নাই।। ৪।।

.....

৩৯৮. বিভাষরাগঃ ।। রুপকং।। যতির্ব্বা।।

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।।
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে। ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গানে।। ১
আল। কাহাঞিঁ ল। রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শ (২১৬/১) রণে[১]।। ধ্রু
আহোনিশ মদন মারে তারে শরে। হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে।।
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে। তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে।। ২
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার। রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার।।
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ। প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরুপ।। ৩
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে। হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।।
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে। নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহণে।। ৪
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে। দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে।।
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৫

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** চন্দ্র ও চন্দন (জ্বালাকর বলিয়া) রাধা সর্বক্ষণ তাহাদের নিন্দা করিতেছে। মলয়পবন তাহার নিকট গরলতুল্য বোধ হইতেছে। কুসুমশয্যা তাহার পক্ষে মদনের শয্যা। সেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া সে তোমার আলিঙ্গন কামনার ব্রত পালন করিতেছে।। ১।। বিরহদহনে দগ্ধ হইয়া রাধা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছ।। ধ্রু।। মদনদেব দিবারাত্র তাহাকে শরাঘাত করিতেছে। তাই রাধা হৃদয়ে নলিনীদলের বর্ম পরিধান করিয়াছে। তুমি ত সর্বক্ষণই তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহার বিবিধ চেষ্টা।। ২।। তাহার নয়নে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, মনে হয় যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র হইতে অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্দর্পরূপী তোমার চিত্র অঙ্কন করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে।। ৩।। সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাধার ধারণা হইয়াছে যেন তুমি তাহার সম্মুখেই আছ। তাই সে কখনো হাসিতেছে কখনো রোষ প্রকাশ করিতেছে কখনো কাঁদিতেছে আবার কখনো বা ভয়ে কাঁপিতেছে। হতভাগিনীর গৃহ আজ অরণ্যরূপ, সখীগণ জালের মতো তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বিরহের নিদারুণ অগ্নিজ্বালা বহন করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে।। ৪।। রাধার অবস্থা হইয়াছে বনের হরিণীর মতো। সে ভীত চকিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, দয়া করিয়া তাহাকে আলিঙ্গান দাও।। ৫ ।।

.....

---

১ প্রথমে ছিল 'তোর দরশনে'। পরে 'তো' ও 'র'-এর মধ্যে তোলাপাঠে 'হ্মা' যুক্ত করিয়া 'তোহ্মার' হয় এবং 'দরশনে' কাটিয়া 'শরণে' করা হয়।

৩৯৯. মালবরাগঃ ।। রুপকং।। কাব্যুক্তি[২] প্রকীণ্ণক।। লগনী।।

অ (২১৬/২) ধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে কুরুষেহন্যরমণীকরণেঁ।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে সুতনস্তনোতি মদনঃ কদনং।।

❑ এখনো তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে? ওহে গততৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন, সুতনুরাধিকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

.....

কাহ্নঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে। চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।। ১
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে। সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে।। ২
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী। রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী।। ৩
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই। হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি।। ৪
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই। রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ।। ৫
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী। ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী।। ৬
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী (২১৭/১)।। ৭
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে। সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে।। ৮
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৯

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** (কৃষ্ণকে মধুর বচনে বলিল) চন্দ্রাবলী রাধা তোমার বিরহে কাতরা।। ১।। তাহার দেহ নবনীত কোমল রসের সিন্ধুসদৃশ। এখন সে পূর্ণযৌবনা, তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে প্রীত করো।। ২।। রাধিকা প্রাণে

দুঃখ পাইবে ইহা আমি সহিতে পারি না। অতএব হে মুরারি, আমার কথা শোনো, আর বিলম্ব করিও না।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াই কৃষ্ণের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া অনেক কাকুতি করিল।। ৪।। অগ্রপশ্চাৎ বুঝাইয়া বড়াই বারবার বলিল ঃ কথা শোনো, রাধাকে তুষ্ট করো।। ৫।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইলেন।। ৬।। কৃষ্ণের উক্তি ঃ রাধিকা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসুক এবং মধুক্ষরা বাণী বলুক।। ৭।। কবির বিবৃতি ঃ কৃষ্ণের আদেশে বড়াই দ্রুত গতিতে রাধার নিকট গিয়া সকল কথা কহিল।। ৮।। তাহা শূনিয়া রাধার এক মুহূর্তকে এক যুগ বলিয়া মনে হইল ।। ৯।।

---

২ অ। প্রঃ কাব্যোক্তি। ❑ ৩ অ। প্রঃ কুবুষেমনোহন্যরমণীকরণে।

৪০০. ভৈরবীরাগঃ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।।

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়া প্রমোদিতঃ।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং।।

❑ মাধবের আদেশে আনন্দিত হইয়া বড়াই উল্লসিত রাধিকার জনমনোহর বেশ রচনা করিয়া দিল।।

.....

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা সিসত সিন্দুর ন[১] সুরে।। ১
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার উচ কুচযুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে পড়ে যেন সুমেরুশিখরে।। ২
পহ্রাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে দেখি আভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল অতি যতনে যেন কম্বু রতনক রতনে।। ৩
মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভু (২১৭/২) জযুগলে পহ্রায়িল আতি কুতূহলে।
বাহুতে কনক চূড়ী মুকুতা রতনে জড়ী রতন কঙ্কণ করমুলে।। ৪
রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে।। ৫
কর্পূর কস্তুরী যোগ[২] আআর[৩] তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।। ৬
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী বতিভাবে রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিএঁা কাহ্ন[৪] উতরল ভৈলা মনে গায়িল বড়ু চণ্ডাদাসে।। ৭

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** তোমার কবরী শম্ভুসদৃশ, চাঁপা ফুল দিয়া তাহা বেষ্টন করা হইয়াছে। সীমন্তে সিন্দুর শোভা পাইতেছে যেন নবোদিত সূর্য।। ১।। রাধার গলায় রত্নমণিখচিত গজমোতির হার, উন্নত পয়োধর যুগলের উপর ওই মুক্তামালা যেন সুমেরুশিখরের দুই পার্শ্বে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতের মতো শোভা পাইতেছে।। ২।। বড়াই অভিসারিকার কণ্ঠে নানা অলঙ্কার পরাইল, যেমন স্বর্ণকারগণ শঙ্খরত্নকে অন্যান্য রত্ন দিয়া সজ্জিত করিল।। ৩।। হৃষ্টচিত্তে রাধার হাতে মণিকিরণে সমুজ্জ্বল অঙ্গাদ, বাহুতে মুক্তা ও রত্নে জড়িত সোনার চুড়ি, করমূলে রত্নকঙ্কণ পরানো হইল।। ৪।।

রতিরণে জয়বাদ্য বাজায় যে কিঙ্কিণী, রাধা তাহাই গাঁথিয়া কটিদেশে পরিলেন। সোনার মল্লতোড় ও পাসলি দিয়া জঙ্ঘা চরণ এবং পদাঙ্গুলি ভূষিত করিলেন।। ৫।। কর্পূরকস্তুরীযুক্ত তাম্বুল এবং সুগন্ধ রঞ্জনে রাধার মুখ রঞ্জিত হইল।। ৬।। যিনি স্বভাবতই সুন্দরী, বিলাসবেশ পরিধান করিয়া (অধিকতর মনোহারিণী হইয়া) রাধা রতিভাবে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল হইল।। ৭।।

---

১ অ। প্রঃ নব। ❑ ২ অ। প্রঃ যোগে। ❑ ৩ অ। প্রঃ আঅর। ❑ ৪। অ। প্রঃ কাহ্নে।

৪০১. কোড়াদেশরাগঃ।। ক্রীড়া।।

রাধিকা মনসিজজ্বরাতুরাং মণ্ডণেত্যাদি গুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরির্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ।।

❑ মদনবিহ্বলা এবং মণ্ডনবশত দ্বিগুণ রমণীয় রাধিকাকে দেখিয়া মন্মথশরকতর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ এইভাবে কেলিবিলাসে রত হইলেন।

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে। আল কৈল আলিঙ্গানে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে।।
কাহ্ন করিল চুম্বনে। কপোল যুগ নয়ানে।।
ললাট অধর রতন যুগল নয়ানে।। ১
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম (২১৮/১) নোরথ রাধার পিরিতী।। ধু
যুড়ী রসনে বসনে। কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে।।
তার দসন রস কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে।। ২
দৃঢ় করি দুয়ি তনে। নখ দিয়া ঘন ঘনে।।
পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মরণে[১]।।
রাধাঞেঁ কৈল কুজনে। মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে।। ৩
আতি চির আনুবন্ধে। রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে।।
ভৈল মুকুল নয়নে। সুখী ভৈল দুই জনে।
...[২]বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ কবির উক্তি। রাধা-কৃষ্ণের কেলিবিলাস বর্ণিত। 'সম্ভোগ-চিত্রের পালাবাদল' দ্রষ্টব্য।।

---

১ অ। প্রঃ মণে। ❑ ২ ছাড়। প্রঃ গাইল।

.....

৪০২. শ্রীরামগিরীরাগঃ।। আঠতালা।।

এহে রহিসুখ ভুঞ্জিএঁঞা রাধা গোআলিনী। চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী।
তোহ্মাক ছাড়িএঁঞা মোর আন নাহি গতী। এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী।
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ (২১৮/২) নিন্দ।। ধু
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল। নব কিশলয়ত শয্যা বচিল।।
নিজ উরু তলে তাক নিশ্চলে রাখিল। তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল। ২
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ। ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।।
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ। রাধার নয়নে গিএঁঞা নিন্দ কৈল বাস।। ৩
রাধাক এড়িএঁঞা জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন। বড়ায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন।।
বড়ায়িক সম্বোধিএঁঞা বুলিল বচনে। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলিগণে।। ৪

❑ বিহারান্তে গোপবালিকা রাধিকা কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া বলিলেন ঃ হে চক্রপাণি, তুমি ভিন্ন আমার কোনো আশ্রয় নাই। হে কৃষ্ণ, আমার চিত্ত একান্তভাবে তোমাতেই নিবন্ধ।। ১।। হে গোবিন্দ, আমি বড়ো শ্রান্ত হইয়াছি। তোমার ঊরু পাতিয়া দাও, মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাই।। ধু।। কবির বিবৃতি ঃ এ কথায় কৃষ্ণ সম্মত হইলেন। তিনি কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং নিজ উরুতলে রাধিকাকে শোয়াইয়া মনে মনে কিছু চিন্তা করিলেন।। ২।। এমন সময় শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, ভ্রমর এবং কোকিল মিলিয়া কলগীত ধরিল, চরিদিকে ফুলের গন্ধ বহিতে লাগিল, রাধার নয়নে নিদ্রা নামিয়া আসিল।। ৩।। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বড়াইয়ের নিকট গিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।। ৪।।

.....

৪০৩. কেদাররাগঃ ।। একতালী।।

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে। এবেঁ মেলাণী দেহ অহ্মারে।।
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে। রাধা লএঁঞা ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে।। ১
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি। কৈলো মোএঁ রাধার সঙ্গে ল।। ধু
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি ধরিএঁঞা তোর করে।
তাক (২১৯/১) রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে জাইব আহ্মে মথুরা নগরে।। ২
নিন্দ ছল করি তাক[১] রাধার পাশে বড়ায়িক বুলিহ[২] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু কাঢ়ি.....[৩] মথুরা নগরক কাহ্নে।। ৩

কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইএঁণা বুইল বচন গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** বড়াই, আমি তোমার কথা রাখিয়াছি। এবার আমাকে বিদায় দাও। বৃন্দাবনে সন্ধ্যা নামিয়াছে। তুমি সত্বর রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।। ১।। বড়াই, তোমারই জন্য রাধার সঙ্গে বিলাস করিয়াছি।। ধ্রু।। আর একটি কথা হে বড়াই, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি শোনো। আমি মথুরায় চলিলাম, তুমি রাধাকে আপনার মতো ভাবিয়া যত্ন করিয়া রাখিবে।। ২।। কৃষ্ণ বড়াইকে নির্বন্ধ সহকারে বলিলেন ঃ ঘুমের ভাণ করিয়া রাধার পার্শ্বে থাকো। কবির বিবৃতি ঃ এই বলিয়া ধীরে ধীরে রাধার মাথার নীচ হইতে নিজের উরু সরাইয়া কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন।। ৩।। কিছুক্ষণ পরে রাধাচন্দ্রাবলী জাগরিত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পাশে দেখিতে পাইলেন না। তখন বড়াইকে জাগাইয়া এই কথা বলিলেন।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ থা। ❑ ২ অ। প্রঃ বুলিল। ❑ ৩ একটি শব্দ ছাড় পড়িয়াছে মনে হয়। বসন্তরঞ্জন ঐ স্থলে 'গেলা' বসাইয়াছেন।

.....

৪০৪. ভায়িঠালীরাগঃ[১]।। যতিঃ।।

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে নিন্দত এড়িএঁণা গেল মোরে।। ১
বড়ায়ি গো কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল। আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে।। ল।। ধ্রু
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোএঁ সব খণে সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দূতী আণী দেহ প্রাণপতী তার মোর হউ দরশনে।। ২
মে কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িএঁণা পালাইবে কাহ্ন তবে কেহ্নে (২১৯/২) কাল ঘুম যাইবোঁ।।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার তা লাগি গরল মোএঁ খায়িবোঁ।। ৩
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দূতী তোর পাএ রোঁ[২] এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থান[৩] আণ শ্রীমধুসূদনে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বালগোপাল এখনই ত কদম্বতলে ছিলেন। আমি তাঁহার উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলাম। কেলিবিলাসে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।। ১।। বড়াই, কৃষ্ণবিরহে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি, তুমি শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দাও।। ধ্রু।। কি দিন কি রাত্রি সর্বক্ষণ আমার কেবল এই চিন্তা—তাঁহাকে কখন পাই। দূতী তোমার পায়ে পড়ি আমার প্রাণপতিকে আনিয়া দাও তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা হউক।। ২।। আমাকে তিনি ফেলিয়া পলাইবেন তাহা কেমন করিয়া জানিব। জানিলে কি এমন কালঘুম ঘুমাই? আমার এ রূপ এ যৌবন সবই ব্যর্থ। হায় তাঁহার জন্য বিষ পান করিব।। ৩।। দেখ দূতী, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিতেছি, এইবারটির মতো আমার আশা পূর্ণ করো। একবার যাও শ্রীমধুসূদনকে আমার নিকট আনো।। ৪।।

.....

---

১ অ ঃ ভাঠিয়ালীরাগ ঃ ❑ অ। প্রঃ ধরোঁ। ❑ ৩। অ। প্রঃ থানে।

৪০৫. দেশাগরাগঃ।। কুড়ুক্কুঃ।।

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে।
রাধা ল তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে।। ১
রাধা ল কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে। না জাণো সে গেল কোণ দিশে।। ধু
প্রবোধবচন কত বুঝাএঁা তাহারে আণিএঁা মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে।। ২
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লএঁা কাহ্ন রতি ভু (২২০/১) ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে।। ৩
এবেঁ তোএঁে এথানে থাক মো গিএঁা চাহোঁ তাক যবেঁ পাএঁা তার দরসনে।
...তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস .....[১] বাসলীচরণে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** তোমার সহিত কেলিবিলাসে মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ম ত এই কদম্বতলে এখনই ছিলেন। বুদ্ধিহীনা রাধিকা তুমি নিজেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে। সেই বালগোপালকে কোথায় পাইব।। ১।। কৃষ্ম কোন্ দিকে গেলেন তাহা তা জানি না। রাধা তাঁহার উদ্দেশ্য পাইব কেমন করিয়া।। ধু।। কত প্রবোধবাক্য বলিয়া কত বুঝাইয়া তবে তাঁহাকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করাইলাম। আর তুমি এমন ঘুমই ঘুমাইলে যে শিয়র হইতে তিনি চলিয়া গেলেন আর তুমি টের পাইলে না।। ২।। পুরুষজাতি বড় ভয়ানক, তাহাদের মন কপটতায় পূর্ণ। আমার মনে হয় তিনি অন্য কোনো যুবতীর সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি করিতেছেন।। ৩।। এখন তুমি এখানে থাকো, আমি গিয়া তাঁহার সন্ধান করি। তাঁহার দেখা পাইলে তাঁহাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব।। ৪।।

---

১ ছাড়। প্রঃ বন্দিএঁা।

.....

৪০৬. রামগিরিরাগঃ।। আঠতালা।।

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরা[৩]। রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধা মধুসূদনং।।
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা। জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্‌বচঃ শৃণু।।

❑ হে রাধা, একাকিনী বনে বনে ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি শ্রীমধুসূদনকে পাইলাম না। রাধার উক্তি ঃ বড়াই, তোমার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। আজ সমস্ত জগৎ আমার নিকট শূন্যবোধ হইতেছে।।

.....

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি। এখান আসিবে মোর সুন্দ[২] কাহ্নাঞিঁ।।
তেকারণে আহ্মে গিএঁা তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোএঁে উচিত ফল পাইলোঁ।। ১
কেমনে বঞ্চিমো মোএঁে একসরী কুঞ্জে।

কা লএঁা কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে।। ধ্রু
দুয়াজ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী। আহ্মাক তেজিএঁা আজি কথাঁ গেলা হরী।।
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লএঁা সুখরতি (২২০/২) ভুঁজয়ে মুরারী।। ২
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ। কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে।।
চিন্তিএঁা চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপায়ং। কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ।। ৩
চারি পহর দিন পুরিল সকল। কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল।
এবেঁ কেহ্নেমনে রহে আহ্মার জীবন। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রথম প্রহরে মনে করিলাম আমার কৃষ্ণ-সুন্দর এখনই আসিবেন। তাই হে বড়াই, আমি নিজে গিয়া তাঁহার খোঁজ করিলাম না। এখন আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম।। ১।। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কাহাকে লইয়া বিলাস করিতেছেন, আমি একাকিনী কেমন করিয়া কুঞ্জে দিন কাটাই।। ধ্রু।। দ্বিতীয় প্রহরে আমি একাকিনী ভাবিতে লাগিলাম আজ কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। কোন্ রমণী আজ সুতীর্থে স্নান করিয়া ধন্য হইয়াছে যাহার সহিত মুরারি সুখবিলাসে মগ্ন আছেন।। ২।। তৃতীয় প্রহরে কোকিল বারংবার ডাকিতে লাগিল আর কৃষ্ণবিরহে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম।। ৩।। এমনি করিয়া দিনের চারি প্রহরই কাটিয়া গেল। কৃষ্ণকে না পাইয়া কদম্বতলে আসিলাম। এখন হে বড়াই, কেমন করিয়া প্রাণ বাঁচে।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ শ্রমভরাতুরা। ❑ ২ অ। প্রঃ সুন্দর। ❑ ৩ অ। প্রঃ উপায়ে।

.....

৪০৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্কুঃ।।

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী। যে নারীক লএঁা কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী।। ১
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী। এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী।। ধ্রু
কদমের তলে খণে যমুনার কুলে। শিশু লএঁা বাটে হাটে হরিষে বুলে।। ২
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে। ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে।। ৩
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীর সহিত কেলিবিলাস করিতেছেন, তাহারই শুভদিন। সে রমণী পুণ্যবতী।। ১।। রাধিকা, তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ। দেখি, এখন ভাল করিয়া সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করি।। ধ্রু।। তিনি কখনো কদম্বতলে কখনো বা যমুনাকুলে কখনো বা হাটেবাটে হৃষ্টমনে গোবৎস লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান।। ২।। হে গোপকুমারী, যখন তাঁহার দেখা পাইব তখন তাঁহাকে কী বলিব সে কথা আমাকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দাও।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইর কথা শুনিয়া রাধা আনন্দিত মনে বলিলেন।। ৪।।

.....

৪০৮. মল্লাররাগঃ ।। কু (২২১/১) ডুক্কঃ।।

চাহ চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে। বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে।।
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে। আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে।। ১
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু কয়ী। গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল।। ধ্রু
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে। ছাওআল হএঁা কাহ্ন রহে খণে খণে।।
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে। সাবধান হএঁা চাহ যেহ্ন পাহ লাগে।। ২
এবার পারিলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে। খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে।।
য়েবার আণিএঁা দিলে কাহন মোর ঠায়ি। তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি।। ৩
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে। য়েতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে।।
হেন বুঝায়িএঁা কাহ্ন আণ মোর পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই যমুনার দিকে তাঁহার খোঁজ করো, বকুলতলায়ও ভাল করিয়া দেখিও। যমুনার তীরে কুঞ্জবনে এবং বড়ো বড়ো গাছের উপরেও তাঁহার সন্ধান করিও।। ১।। তাঁহার দেখা পাইলে বিনয় করিয়া বলিও, রাধা বনমধ্যে একাকিনী তোমার জন্য বড়ো আকুল হইয়াছে।। ধ্রু।। শিশুগণ যেখানে অবস্থান করিতেছে সেখানেও দেখিও, কারণ তিনি ক্ষণে ক্ষণে শিশুমূর্তি ধারণ করেন। চারিযুগ ধরিয়া তাঁহার চরিত্র কেহই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহার যাহাতে দেখা পাও সেজন্য সাবধান হইয়া চেষ্টা করিও।। ২।। বড়াই, এবার সেই মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলে আর প্রাণ থাকিতে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িব না। এবার তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দিলে আর কখনো তোমাকে দুঃখ দিব না।। ৩।। মহাদেব অর্ধঅঙ্গে গৌরীকে ধারণ করিয়াছেন আর গঙ্গাকে ধরিয়া আছেন শিরে। ইহা হইতে বুঝা যায় রমণী পুরুষের অঙ্গীভূত। কৃষ্ণকে এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দাও।। ৪।।

.....

৪০৯. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

হেন রাধিকার বচনে। চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে (২২১/২) ল।।
আল বড়ায়ি। সুণিএঁা রাধার আরতী। কাহাকেহো না কৈল সংহতী ল।। ১
আল বড়ায়ি। মনে ধনী রাধার বচনে। কাহ্নাঞিক চাহে বনে বনে।। ধ্রু
যমুনা[১] পাএঁা গোপালে। পুন গেলী বকুলের তলে।।
তথাঁ না পাইএঁা গদাধরে। চাহিলেক গাছের উপরে।। ২
চাহিএঁা না পায়িল বনমালী। শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী।।
একশরী বনের ভিতরে। ভএেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে।। ৩
বাহুড়িএঁা বড়ায়ির[২] থানে। বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে।।
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** রাধিকার এই কথা শুনিয়া বড়াই বৃন্দাবনে চলিল। রাধার অনুনয় বাক্য শুনিয়া বড়াই কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী বাহির হইল।। ১।। রাধার বাক্য মনে ধরিয়া বড়াই বনে বনে কৃষ্ণের খোঁজ করিতে লাগিল।। ধ্রু।। যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বকুলতলায় উপস্থিত হইল, সেখানেও তাঁহার দেখা না পাইয়া গাছের উপর তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিল।। ২।। সেখানেও বনমালীর দেখা মিলিল না। বড়াই বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একাকিনী স্ত্রীলোক নির্জন বনে বড়ো ভয় পাইল।। ৩।। দীর্ঘকাল পরে বড়াই রাধিকার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৃষ্ণের উদ্দেশ মিলিল না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ যমুনাত না। ❑ ২ অ। প্রঃ রধিকার।

.....

৪১০. ভায়িঠালীরাগঃ[১] যতিঃ।

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে শুতিলোঁ দিএঁা শিয়রে।
প্রাণের বড়ায়ি ল দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল যাগিএঁা চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে। ল।। ১
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি উদ্দেশ বো (২২২/১) ল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই।। ধ্রু
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ যার বিরহে পুড়িলোঁ
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে।। ২
সোএঁরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস দিনে দিনে তনু ষেষ
ভাবিএঁা সে কাহ্নের নেহে।। ৩
বিধি বিপরিত ভৈল আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহে মা জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রাণের বড়াই, শ্রান্তিবশত কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলাম, নয়নে দারুণ নিদ্রা নামিয়া আসিল। সেই অবসরে তিনি স্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হইলেন। জাগিয়া দেখি গোবিন্দ নাই।। ১।। বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন

আমাকে বলিয়া দাও। তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে যাইব।। ধ্রু।। যাঁহার বিরহে দগ্ধ হইয়া বহু দুঃখ পাইলাম তিনি কেন আমাকে নিকটে যাইবার অনুমতি দেন না? কেন এমন দুর্দিন আসিল? আমি কি অপরাধ করিলাম যে কৃষ্ম আমার উপর রুষ্ট হইলেন।। ২।। কৃষ্মের কথা মনে করিয়া আমি প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না, আমার দেহের সংজ্ঞা নাই। আমি সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহার প্রেমের প্রতীক্ষায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।। ৩।। বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ তাই কৃষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। হায়, এ বিরহ সহ্য করিয়া আর কতদিন বাঁচিব। বড়াই, কৃষ্ম কোন্ দিকে গেলেন তুমি আমাকে সেকথা বলিয়া দাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ ভাঠিয়ালীরাগ।

.....

৪১১. গুজ্জরীরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে। বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে।।
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর। যা নাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর।। ১
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
কবির আপণ কাজ না জাণিব আ (২২২/২) নে।। ধ্রু
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী। চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী।।
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে। ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে।। ২
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর। ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর।।
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর। আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর।। ৩
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর। রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর।।
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আসিয়াছি। আর দেরি করিতে ভয় হয়। রাধা চঞ্চল হইও না, মনকে শান্ত করো। এখন গৃহে ফিরি, নহিলে লোকে জানিতে পারিবে।। ১।। পরে কৃষ্মকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। এমন ভাবে নিজের কাজ করিবে যে অন্যলোক কিছুই জানিতে পারিবে না।। ধ্রু।। বড়ো কাজ করিয়া লোক জানাজানি করিতে নাই। যে নারী বুদ্ধিমতী সে এমনি করিয়া চিরদিন সুখভোগ করে। আমার কথা শোনো, মন স্থির করিয়া শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাও। তাহা হইলে আইহন দোষ দিবে না।। ২।। রাধা, তোমার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেছি আমার কথা শোনো। শীঘ্র গৃহে ফিরিলে কেহ তিরস্কার করিবে না। তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কথা শোনো, গদাধর শ্রীকৃষ্ম নিজেই আসিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। তুমি অস্থির হইও না।। ৩।। এইরূপে বিবিধ প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া বড়াই সখীদলসহ রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল।। ৪।।

৪১২. মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

নিনায় কতিচিৎ কালং কথঞ্চিৎ কৃষ্মতৃষ্ময়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং।।

❑ কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া রাধা জয়তীকে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্পর্কে এই কথা বলিলেন।

.....

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল। এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।।
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ।। ১
(২২৩/১) শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল।। ধু
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মোকরিবোঁ শঙ্খচূর।।
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।। ২
পুণমতী সব গোআলিনী আছে সুখে। কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে।।
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ। বজরে গটিল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ।। ৩
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ। সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।।
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের ভারে ডালগুলি নুইয়া পড়িয়াছে, হায়, এখনে বালগোপাল গোকুলে আসিলেন না। আমার এ উন্নত যৌবন বসনাঞ্চলে আর কতদিন আবৃত রাখিব। নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াও গেলেন না ।। ১।। হায় বড়াই, শৈশবের প্রেমকে নষ্ট করিয়া দিল জানি না, প্রাণনাথ ত এখনো গৃহে আসিলেন না। ধু।। বড়াই, আমি সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব, আমার বাহুর বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বিষাক্ত শরের আঘাতে হরিণীর যেমন হয়, কৃষ্ণবিহনে আমার প্রাণও সর্বক্ষণ সেইরূপ দগ্ধ হইতেছে।। ২।। আর সব গোয়ালিনী পুণ্যবতী, তাহারা সুখে আছে। আমি কী দোষ করিয়াছি যে বিধাতা আমাকে এত দুঃখ দিলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিতেছি কিন্তু আমার বুক বজ্র দিয়া গঠিত, তাই এখনো বিদীর্ণ হইল না।। ৩।। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া আষাঢ় আসিল, হায়, নিষ্ঠুর সে নন্দনন্দন তো এখনো আসিলেন না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ গঢ়িল।

.....

৪১৩. শ্রীরাগঃ।। কুড়ুক্কুঃ।।

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন।।

❑ চতুরা রাধিকা, মেঘান্ধকার (বর্ষার) এই চারিটা মাস কোনো প্রকারে কাটাইয়া দায়ও, আমার এখন যাইবার মতো শক্তি নাই।।

.....

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ। মদনে[১] কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।।
পা (২২৩/২) খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।

মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ।। ১
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস। এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস।। ধ্রু
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।।
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা। হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা।। ২
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে। শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ। চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট[২] জায়িবে বুক।। ৩
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী। মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।।
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** আষাঢ় মাসে নবমেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে। মদনজ্বালায় আমি অশ্রুবর্ষণ করিতেছি। হায়, আমি ত পাখি নই, নহিলে আমার প্রাণনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উড়িয়া যাইতাম।। ১।। বর্ষার এই চারিমাস কেমন করিয়া কাটাই। আমার এখন পূর্ণ যৌবন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিরাশ করিলেন।। ধ্রু।। শ্রাবণ মাসে অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছে, শয্যায় একলা শুইয়া নিদ্রা আসিতেছে না। আর যে পুষ্পশরের জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছি না। বড়াই এবার তুমি কৃষ্ণের সহিত মিলনের আয়োজন করো।। ২।। ভাদ্র মাসের আকাশ দিবারাত্র মেঘে অন্ধকার করিয়া আছে। ময়ূর, দাদুরী ও ডাহুকের কলরব শোনা যায়। এই অবস্থায় যদি কৃষ্ণমুখ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে।।৩।। আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষা ধরিয়া আসিবে, মেঘ চলিয়া গেলে কাশফুল ফুটিবে। তখনো যদি কৃষ্ণ দেখা না দেন তাহা হইলে এ জীবন বিফল হইবে।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মদন। ❑ ২ অ। প্রঃ ফুটি।

.....

৪১৪. মালবশ্রীরাগঃ।। যতিঃ।।

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি।।

❑ কল্যাণী রাধিকা, খেদ করিও না, মন স্থির করো। কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন।।

.....

হাথে চান্দ মা (২২৪/১) নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিনাঞ্জলী[১]।।
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে। কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে।। ১
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ। আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ।। ধ্রু
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল। কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল।।
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল। তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল।। ২
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল। ঝালিআর ডাল[২] যেন তখনে পালাইল।।

দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে। কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে।। ৩
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে। কেমতেঁ পাঁও এবেঁ শ্রীমধুসূদনে।।
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, হাতে চাঁদ তুলিয়া দিবে এই ভরসা দিয়া আমাকে পাগল করিলে। আমি আইহনকে অবজ্ঞা করিলাম, লাজলজ্জা বিসর্জন করিলাম। তুমি আশ্বাস দিয়া সরিয়া গেলে, আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কালযাপন করিতেছি।। ১।। বড়াই, শ্রীকৃষ্ণকে ভাল করিয়াই চিনিলাম। স্পর্শরস দূরের কথা তাঁহার দর্শন পর্যন্ত পাইলাম না।। ধ্রু।। বড়াই, তোমারই কথায় প্রেম বাড়াইলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত ভাল করিয়া রসভোগের সুযোগ পাইলাম না। পূর্বজন্মে হয়ত খণ্ডব্রত করিয়াছি তাই আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না।। ২।। তাঁহার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলা হইল না। যাদুকরের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন দেখা দিয়া মুহূর্তমধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই অন্তর্ধান করিলেন। মদনজ্বালায় আমার তনুদেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যিনি কৌতুকবশে আমার প্রেমের উদ্বোধন করিলেন তিনিই তাহা বিনষ্ট করিতেছেন।। ৩।। বড়াই গো, তোমার কথায় আমার মন শান্ত হইতেছে না। বলো কেমন করিয়া এখন শ্রীমধুসূদনকে পাই। আমি বলি তুমি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একবার যাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ তিলাঞ্জলী। ❑ ২ 'পাঠ-পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

.....

৪১৫. আহেররাগঃ ।। কুড়ুক্কুঃ।। লগনী।। (২২৪/২) দণ্ডকঃ।।

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেহধুনা।।

❑ হে রাধিকা, কৃষ্ণের উদ্দেশ আমি জানিলেই বা কি? আর না জানিলেই বা কি? কারণ আমি এখন যাইতে অসমর্থ।।

.....

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী আণিআঁ দিআর জগন্নাথে।। ১
আল রাধে
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার বোল পালী গেলা দেবরাজে।। ২
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহি জাণ তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে।। ৩
আনুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো।। ৪
এ বোলে (২২৫/১) পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ আজি মোর ভৈল শুভদিনে।

যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান তবেঁ তার পাইব দরশনে।। ৫
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে ঊপেখিআঁ কাহ্ন গেলা দূর মথুরা নগরী।। ৬
তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী মুথরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।
চরণে ধরোঁ তোহ্মা কাহ্ন দেহ একবার নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে।। ৭
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না ময়িলোঁ সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে।। ৮
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে (২২৫/২) সি কালে তার থান জাহ একবারে[২]।। ৯
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলো গমনে মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১০

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, আমার কথা শোনো। এই রত্নাঙ্গুরীয় দিতেছি, হাতে পরো। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি জগন্নাথকে আনিয়া দাও।। ১।। বড়াইর উক্তি ঃ লজ্জাহীনা রাধা, তুমি চুপ করিয়া থাকো। তাঁহাকে এখন কোথায় পাইব। পাপিষ্ঠা, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একবার বলিলাম। তিনি আমার কথা রক্ষা করিয়া গেলেন।। ২।। রাধার উক্তি ঃ ওগো বড়াই, এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না। তোমার বয়স হইয়াছে। আলস্যবশত তোমার দুঃখবোধ লুপ্ত হইয়াছে। তাই তুমি রুষ্ট হইতেছ।। ৩।। বড়াইর উক্তি ঃ বাজে কথা বলিও না। রাধা, তুমি বড়ো প্রগল্‌ভা। কে তোমার সঙ্গে কথায় পারিবে? কোথায় কৃষ্ণকে পাইব সেই কথা আমাকে বলিয়া দাও। তাহা হইলে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দিব।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ বড়াই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। তোমার মুখচুম্বন করি। আজ আমার শুভদিন হইল। ওগো বড়াই, কৃষ্ণ যেখানে যেখানে ঘুরিয়া বেড়ান সেই সেই স্থানে সন্ধান করো। অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইবে।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ নাতিনী রাধিকা তোমাকে বলি শোনো। কোথা গিয়া শ্রীহরির সন্ধান করিব? আমার চলিবার শক্তি নাই। অনুমান হয় কৃষ্ণ তোমাকে উপেক্ষা করিয়া সুদূর মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ বৃদ্ধা তোমার পরামর্শেই প্রাণেশ্বর আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গিয়াছেন। তোমার চরণে ধরিয়া বলিতেছি একবার কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। নহিলে তোমাকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করিব।। ৭।। বড়াইর উক্তি ঃ আচ্ছা, সত্য করিয়া বলো যে আর কখনো আমাকে তিরস্কার করিবে না। তাহা হইলে মথুরায় যাইতে পারি। বারংবার অনেক দুঃখভোগ করিয়াছি। প্রাণে যে মরি নাই সে আমার বড়ো ভাগ্য। এইসার কথা তোমাকে বলিলাম।। ৮।। রাধার উক্তি ঃ এই মাথায় হাত দিয়া তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি, তোমাকে আর কখনো দুঃখ দিব না। আমার কপালে যাহা আছে কালক্রমে তাহা ফলিবেই। তবু তুমি একবার তাঁহার কাছে যাও।। ৯।। বড়াইর উক্তি ঃ নাতিনী রাধা, তোমার কথায় কৃষ্ণের উদ্দেশে এই দেখো মথুরায় যাইতেছি। তাঁহার নাগাল পাইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য অতিশয় যত্ন করিব।। ১০।।

---

১ 'সু' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্রঃ একবার।

.....

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং। জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা।।
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ। রাধিকামন্নয়িঃশেষ[১] নাগরো পরমাক্ষরং।।

❑ বৃদ্ধা মথুরানগরে গিয়া মধুসূদনকে বলিল, বিরহিণী রাধা তোমার শরণার্থী। এই কথা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন।।

.....

৪১৬. পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

আহা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল। তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে।।
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে।। ১
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিরা নাহিঁ করে।। ধ্রু
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে।।
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর (২২৬/১) তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।। ২
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী।।
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর।। ৩

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** রাধা বড়ই প্রগল্‌ভা। তাহাকে দেখিলে হৃৎকম্প হয়। তাহার নিকটে যাইতে ভয় লাগে। গোপীদের মধ্যে একজনও ভালো নয়। সকলেরই দুষ্ট স্বভাব। তুমি নিজেই বলো, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যাই।। ১।। রাধার জন্য আমি কি করি নাই বলো? তথাপি আমাকে যাইবার জন্য আর কেন বলিতেছ।। ধ্রু।। আমার দগ্ধ প্রাণ শান্ত করিবার জন্য তুমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া বলিলে। তবু রাধা আমার প্রতি আনুকূল্য করিল না। তাই স্থির করিয়াছি আর তাহার মুখ দেখিব না।। ২।। দেখো বড়াই, বেশি কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। রাধা যাহা বলিয়াছে তাহা তোমার অবিদিত নয়। তাই তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি গৃহে ফিরিয়া যাও।। ৩।।

---

১ অ। প্রঃ রাধিকামন্যুনিঃশেষঃ।

.....

৪১৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্কুঃ।।

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ ঊপেখহ তোহ্মে সে আমৃত।।

আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী।। ১
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে।। ধু
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ।
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদবাহ[১] কেহ্নে।। ২
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।
যে পুণি আধম জন আন্ত (২২৬/২) রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।। ৩
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **বড়াইয়ের উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে পারি না। হাতে পাওয়া অমৃতকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? বনমালী, আমার কথায় ভরসা করিয়া আইস। চন্দ্রাবলী আর কখনো তোমাকে দুর্বচন বলিবে না।। ১।। দুখিনী রাধিকা বিরহে ব্যাকুল, তাহাকে এখন ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।। ধু।। আমার কথায় যদি তাহার কাছে আসিতে না চাহ তাহা হইলে পরে কিন্তু বিরহ-দুঃখ পাইবে। একদিন তাহার জন্য ভাত খাও নাই, আজ শর্করা খাইতে অনিচ্ছুক কেন।। ২।। সোনার ঘট ভাঙ্গিলেও জোড়া যায়। সজ্জনের প্রেমও তেমনই। কিন্তু যে জন অধম, যাহার অন্তর কপটতাপূর্ণ, তাহার প্রেম মাটির ঘটের সমান।। ৩।। রাধিকা আপন গৃহে বসিয়া রহিল, আর তুমি আসিয়া রহিলে মথুরা নগরে। আসা যাওয়া করিয়া আমার প্রাণান্ত হইল।। ৪।।

---

১ পাঠ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

.....

৪১৮. বিভাষরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম গুণী তারে।।
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে।। ১

আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী।। ধু
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত।।
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী।। ২
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস।।
বিরহে কা[১]

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** বড়াই তোমাকে বলি, তুমি আর অনুরোধ করিও না। তাহার নাম শুনিয়া আমার আর যাইতে ইচ্ছা হয় না। সে যে আমাকে কত দুঃখ দিয়াছে তাহা ত তোমার অবিদিত নয়। আমি মনস্থির করিয়াছি আর তাহাকে দেখিব না।। ১।। ওগো বড়াই, যাও তুমি সেখানে ফিরিয়া যাও। রাধিকার জন্য আর আমাকে বলিও না ।। ধু।। কাটা ঘায়ে আর কত লেবুর রস দিবে? রাধা যত কথা বলিয়াছে তাহা ত তোমার অজানা নয়। এই ধন-রত্ন-রাজ্য-ঐশ্বর্য সবই ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করিতে পারি না।। ২।। গোকুলের বাস ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়াছি। স্থির করিয়াছি কংসের বিনাশ করিব।।

---

১ পুথি অসমাপ্ত। শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।